দৈনিক ইত্তেফাক

57

তারিখ ... JUL 04 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সময়মত বই প্রকাশ না হওয়ার আশঙ্কা

# মাধ্যমিক স্তরের ৮০টি পাঠ্যপুস্তকের ভুল সংশোধনের প্রথম পর্যায় সম্পন্ন

রেজাউর রহমান ।। অবশেষে মাধ্যমিক শাখার ভলেভরা ৮০টি বই সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু বইগুলি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অদ্যাবধি কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। পাশাপাশি সংশোধিত নূতন বই বাজারে ছাড়ার পূর্বে বাজারে ছড়াইয়া ছিটাইয়া থাকা ভুলেভরা লক্ষ লক্ষ পাঠ্যবইয়ের কি হইবে উহা নিয়াও এখন পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় নাই।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধীনে ১৯ মে কুমিল্লার বার্ডে বোর্ডের বইয়ের সংশোধন ও পরিমার্জন কর্মকাণ্ড শুরু হয়। পরপর ৬টি সেশনে মোট ২৪ দিনে ৫ শতাধিক বিশেষজ্ঞ, কর্মকর্তা এই কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শাখার প্রায় ৮০টি বইয়ের ভুল সংশোধন করা হইয়াছে। ৪টি স্তর যথাক্রমে বিষয় বিশেষজ্ঞ (বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও নামকরা কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা) শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের একটি বিরাট দল এই কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই খাতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ২৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, '৯৫

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

## মাধ্যমিক স্তরের

( ৩য় পৃঃ পর )

সালে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নয়া শিক্ষা কারিকুলাম চালুর পর এই প্রথম বিষয় সংশোধন, পরিমার্জনের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। শিক্ষাবিদ ও বিষয় বিশেষজ্ঞরা যুগোপযোগী অনেক জরুরী তথ্যও বইগুলিতে সংশোধন করিয়াছেন।

পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সম্পন্ন হইলেও ২০০১ সালে সঠিক সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সংশোধিত নূতন বই পাইবে কিনা এই ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়াছে। মূলতঃ বছরের মাঝামাঝি পর্যায়ে আগামী বছরের বই প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়। চলতি বছরের জুন মাস চলিয়া গিয়াছে। ইহার পরও সংশোধিত বইয়ের ছাপা কার্যক্রমের সিডিউল তৈরী হয় নাই। তবে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান এই ব্যাপারে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের হাতে অনেক সময় আছে। চিন্তার কোন কারণ নাই।

এদিকে বাজারে ছড়াইয়া-ছিটাইয়া থাকা ভুলেভরা লক্ষ লক্ষ বইয়ের ব্যাপারে একটি মহল উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, সময় থাকিতে নূতন বই প্রকাশের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি বর্তমানে বাজারে থাকা ভুলেভরা বইগুলির কি হইবে উহা নিয়াও চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী। সময়মত সংশোধিত নূতন বই প্রকাশিত না হইলে অন্যান্য বছরের মত বোর্ডের বই নিয়া আবারও সংকট দেখা দিতে পারে বলিয়া অনেকে মন্তব্য করিয়াছেন।

তবে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান কফিল উদ্দিন আহমদ বলিয়াছেন, আমরা অনেক কষ্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিয়াছি। আগামী বছর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর ভুলেভরা বই পড়িতে হইবে না।